[redacted]

[redacted]

খাতুন (৩৫), পিতা- মো. মোলাম বিশ্বাস; ৬. মোছা. রাশিদা খাতুন (৪০), স্বামী- মো. মিলন বিশ্বাস; ৭. মোছা. কবিতা খাতুন (৪০), স্বামী- মো. রানা বিশ্বাস। সবার ঠিকানা- গোবিন্দহুদা (কলুপাড়া), থানা- দামুড়হুদা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা।

এ ঘটনায় সাক্ষী হিসেবে মোছা. চম্পা খাতুন (৪০) ও মো. মিজানুর রহমান (৪৫)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর দাবি, বিবাদীরা যেকোনো সময় তার ও তার পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারেন। পারিবারিক আলোচনার কারণে থানায় অভিযোগ দিতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় পাখি শিকারীর হাতে দুই নারী নিযার্তনের স্বীকার, থানায় অভিযোগ

দর্শনায় পাখি শিকারীর হাতে দুই নারী নিযার্তনের স্বীকারের ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ৩টার দিকে দর্শনা রিফিউজি কলনীর দুই নারী আব্দুস শুকুরের স্ত্রী জাহিদা খাতুন (৪০) ও সমশের আলীর স্ত্রী নুরজাহান খাতুন (৫৫) পরাণপুর ও রামনগর মাঠে ছাগল চরাতে যায়। এদিকে আগে থেকে পাখী শিকারী রিফিউজি কলনীর রোজির খাতুনের ছেলে রাজু হোসেন ও সাজু হোসেন ঐ মাঠে আগে থেকে পাখী ধরা ফাঁদ পেতে রাখে।

এসময় জাহিদা খাতুন (৪০) ও নুরজাহান খাতুন (৫৫) রামনগর মাঠে ছাগল চরাতে গিয়ে পাখী ধরা এলাকায় ছাগল নিয়ে গেলে তাদের ছাগল সরাতে বলে। এদিকে জাহিদা খাতুন ও নুরজাহান খাতুন ছাগল সরাতে দেরী করে। এসময় রাজু হোসেন ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ দুই নারীকে বাঁশের কাবারী দিয়ে বেদম প্রহার করে এবং জাহিদা খাতুনের গলাই হাঁসুয়া দিয়ে জবাই

করতে যায়। এতে জাহিদার গলাই ও কোমরের নীচে ফোলা রক্তজমাট ও ক্ষত হয়। নুরজাহান ছুটে এসে তাকে বাঁচাতে আসলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে আহত করে। এতেই রাজু শান্ত না হলে আশেপাশের মাঠের লোকজন এসে জাহিদাকে রক্ষা করে।

এলাকাবাসী জানান, রাজু দীর্ঘদিন সুন্ডো, বেতোগাড়ীর মাঠ, রামনগর মাঠ, মাথাভাঙ্গা গোপাল খালীর মাঠে অতিথি পাখি, ডাউক পাখী, টিয়া পাখী, হাঁসপাখী, পানকৌড়ি, ঘুঘু পাখীসহ নানা ধরনের পাখি শিকার করে বিক্রী করে আসছে। তার একমাত্র কাজই পাখি ধরে বিক্রি করা বলে জানা গেছে।

আইনগত পাখি ধরা নিষিদ্ধ থাকলেও সে আইনের তোয়াক্কা না করে নির্বিঘ্নে প্রতিনিয়ত পাখী ধরে চলেছে। এদিকে জাহিদা খাতুনের উপর নিযার্তন করার ঘটনায় জাহিদা খাতুন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাজু হোসেনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারধর: থানায় অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে দর্শনা সরকারি ফুড গোডাউনের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

আহত শাহরিয়ার সাদিত কিমন (১৮) দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের শাহিনুজ্জামান টুটুলের ছেলে।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, গত ৮ তারিখ শুক্রবার দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে ওয়াজ মাহফিল চলাকালীন সময়ে জীবন (১৮) ও মো: রিফাত (২০) মেয়েদেরকে উত্যাক্ত করার সময় শাহরিয়ার সাদিত কিমন (১৮) নিষেধ করায় কিমনের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয় এর এক

পর্যায়ে তাকে হুমকি ধামকি দেয়। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টার দিকে কিমন প্রাইভেট পড়া শেষ করে পাখি ভ্যানে করে তার নিজ বাড়িতে যাওয়ার সময় পতিমধ্যে দর্শনা সরকারি ফুড গোডাউনের নিকট পৌঁছালে জীবন (১৮) ও মো: রিফাত (২০) সহ প্রায় ২০ জন পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে দেশীয় অস্ত্র লাঠিসোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তখন কিমনকে ভ্যান থেকে জোর পূর্বক নামিয়ে গোডাউনের পাশে একটি মাদরাসার নির্মাণাধীন ঘরের ভিতরে নিয়ে যেয়ে লোহার রড, এস এস পাইপ ও কাঠের বাটাম দিয়ে বেধড়ক মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ বিষয়ে আহত কিমের পিতা শাহিনুজ্জামান টুটুল বাদি হয়ে দর্শনা থানায় ৯ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরও ১০/১২ জনের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযুক্তরা হলেন, দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের নজুর ছেলে জীবন (১৮), ওয়াসিমের ছেলে মো: সিদাত (২০) রিফাত (২০), পিতা- অজ্ঞাত, ইসমাইলের ছেলে আরাফাত (১৯),নাজিমের ছেলে রাসেল (১৮) মজিদের ছেলে গাফফার (১৯)তোহিদের ছেলে নজু (৫০) খোকনের ছেলে সোহান (১৯) ও আজমপুর গ্রামের বুলেটের ছেলে বিজয় (১৮)

শৈলকুপায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কাটার ঘটনায় থানায় অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের রোপনকৃত ১ হাজার গাছ উপড়ে ফেলার ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিতে থানায় অভিযোগ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছে।

সোমবার (৮জুলাই) সকালে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, শাখা কর্মকর্তা কাজী মহসিনসহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেন। কর্তৃপক্ষ জানান, খালের গাছ উপড়ে ফেলার ঘটনায় তারা শৈলকুপা থানায় মামলা জমা দিয়েছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার বলেন, গাছ কাটা, ফসল কাটার মত জঘন্য কাজ যারা করে তারা মানুষ না। যারা গাছ উপড়ানোর মত কাজ করেছে আমি চাই তারা আইনের আওতায় আসুক। সে যদি আমার নিজের লোকও হোক না কেন আমি তাকে ছাড় দিব না। আমি চাই পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনুক।
এ ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড এখানে ৩ হাজার গাছ লাগিয়েছে। গাছগুলো লাগানোর পর কে বা কাহার গাছগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা চাই যারা এই কাজগুলো করেছে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হোক। আমরা এ ব্যাপারে থানায় এফআইআর জমা দিয়েছি।

উল্লেখ্য, গত শনিবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার কাজীপাড়া গ্রামের খালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রোপনকৃত ১ হাজার গাছের চারা উপড়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে জোর পূর্বক জমি দখলে থানায় অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের ভায়না গ্রামের পালপাড়া এলাকায়। ওই এলাকার মৃত আব্দুস সাত্তার বিশ্বাসের ছেলে বজলুর রহমান একই গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে মহসীন হাসান আকাশের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেন।

জানা যায়, বজলুর রহমানের এ জায়গার দখল নিয়ে ইতিপূর্বে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি অভিযোগ দাখিল করা হয়েছিলো। দখলকারীরা জমিদখল ছাড়াও ভুক্তভোগী বজলুর রহমানের কাছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চাঁদাদাবিসহ তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগ দাখিলের পর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবগের সালিশ বৈঠকে দলিলপত্র যাচাই করে বজলুর রহমানের জায়গার সীমানা নির্ধারণ করে

মহসীন হাসানের দখলকৃত জমি ছেড়ে দেয়ার কথা বলেন। তাৎক্ষণিক ছেড়ে দিলেও পরবর্তীতে সেই জায়গা আবার তার দখলে নিয়ে নেয় এবং বজলুর রহমানকে হুমকি দিয়ে আসছে।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, ৭নং ভায়না মৌজার আরএস খতিয়ান ২৮০৮/১০১৯৯/১১৮১৪ নং দাগে ২৮ শতক ও ১০২০০/১১৮১৫ নং দাগে ৬ শতক সর্বমোট ৩৪ শতাংশ জমি (যার দলিল নং ২২৬৬/২৩ এবং নামজারী খতিয়ান নং ২৬১৪) আব্দুর রাজ্জাকের কাছ থেকে ক্রয়সূত্রে মালিক হয়ে বিভিন্ন ফলদ গাছ রোপণ করে ওই জমি ভোগ দখল করেন।

সম্প্রতি মহসিন হাসানের নেতৃত্বে ১০-১২ জনের একটি দল ওই জমি দখলের জন্য ঘটনাস্থলে গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করেন এবং তার রোপনকৃত গাছগাছালি ও জমিঘেরার কাজে ব্যবহৃত কনক্রিটের খুটি ও বেড়া উপড়ে ফেলেন সে সময় বজলুর রহমান বাঁধা দিলে তাকে মারপিট করে গুরুতর আহত করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় বজলুর রহমানকে উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মহসিন হাসান বলেন, ক্রয়সূত্রে ওই জমির মালিক আমি। বজলুর রহমান প্রভাবশালী হওয়ায় থানা পুলিশকে ম্যানেজ করে জোরপূর্বক আমার জমি দখল করেছেন। আবার তিনি আমার বিরুদ্ধে আদালতে মামলাসহ থানায় একটি মিথ্যা অভিযোগ ও দায়ের করেছেন। এছাড়া জমিঘেরার কাজে ব্যবহৃত কনক্রিটের খুঁটি ও বেড়া উপড়ে ফেলার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বজলুর রহমান হরিণাকুণ্ডু থানায় অভিযোগ করলে অভিযোগ আমলে নিয়ে হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ অভিযুক্ত মহসিনকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছিলো।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী বজলুর রহমান জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে জায়গাগুলো দখলমুক্ত করে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

এ ব্যপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি জিয়াউর রহমান বলেন, এ বিষয় আমার জানা আছে। ইতিপূর্বে বজলুর রহমানের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত মহসিনকে আটক করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছিলো । আবারও তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তসাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

রোমানিয়ায় গিয়ে প্রতারনার শিকার মুজিবনগরে দুই যুবক; থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে ইউরোপের দেশ রোমানিয়ায় গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন সজিব মোল্লা ও দেলোয়ার হোসেন নামের দুই যুবক। ভালো বেতনের কাজের আশায় গিয়ে ৩ মাসের মধ্যে সব কিছু খুইয়ে নিঃস হয়ে বাড়ি ফিরেছেন তারা।

এ ঘটনায় মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের সাদ্দাস হোসেন নামের এক দালালের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় আলাদা আলাদা অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

প্রতারণার শিকার মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের হজরত আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন তার লিখিত অভিযোগে বলেন, উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের আত্তাব উদ্দীনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন দুর্ধর্ষ ও প্রতারক। প্রতারক সাদ্দাম হোসেন নিজেকে আদম ব্যবসায়ী হিসেবে দাবি করে বিভিন্ন দেশে চাকরি দিয়ে থাকেন। ৬০ হাজার বাংলা টাকা বা ২৫৫০ লেই এর বেতনে ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ দেবো। তার সরল কথায় বিশ্বাস করে সহায় সম্বল বিক্রি করে ৭ লাখ ৭০ হাজার টাকায় চুক্তি করি। পরে রোমানিয়া গেলে কোন দায়িত্ব না নিয়ে সে দেশের একটি ৯তলা বিল্ডিংএর একটি কক্ষে তালা মেরে রেখে দিতো। পরে হাতে পায়ে ধরে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করি সাদ্দামকে। কিছুদিন পর বিভিন্ন কাগজপাতিতে সাক্ষর করে ও দেশে আমার বাবা-মার লোক মারফতে সাক্ষর নিয়ে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। সেই সাথে ৫ লাখ টাকা ফেরত দেবার আশ^◌াস দেয়। পরে দেশে এসে সে টাকা চাইলে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে। দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, আমার সাথে যখন তার চুক্তি হয় তখন সে দেশেই নিজ বাড়িতে ছিল। এখন সে ইতালিতে আছে।

একই অভিযোগ করেন উপজেলার রামনগর গ্রামের আসলাম মোল্লার ছেলে সজিব মোল্লা। তিনি বলেন, রোমানিয়াতে যাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে আমার ভিসা বাতিল হয়ে যায়। পরে সাদ্দাম আমার কাছে আরও ৪ লাখ টাকা

চাই, ইতালিতে পাঠিয়ে দেবার কথা বলে। কিন্তু আমার কাছে টাকা না থাকায় দিতে অপরাগতা প্রকশ করি। তখন সে আমাকে একটি বদ্ধ ঘরে তালা মেরে রেখে দিতো। পরে আমি সুযোগ বুঝে খাবার কেনার নাম করে পালিয়ে সে দেশের পুলিশের আশ্রয় নিই। কিছুদিন পর আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।
এ বিষয়ে দালাল সাদ্দামের সাথে ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যারা দেশে ফিরে গেছে তারা নিজ দায়িত্বে ফিরে গেছে। আমার কাছে লিখিত প্রমান আছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদি রাসেল জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। শেষ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে সুদখোরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

মাসিক সুদ ৫০০০ হাজার টাকায় ৩০০ টাকা ! এই হারেই সুদ আদায় করছেন অবৈধ সুদ কারবারি। সুদের টাকা গ্রহীতা দিতে ব্যর্থ হলেই শুরু হয় নানা অত্যাচার কোথাও কুপ্রস্তাব,কোথাও মামলা-মোকোদ্দামা। এমনই এক চিত্র দেখা গেছে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের মণ্ডলতোলা গ্রামে। গ্রামটির আনাচে কানাচে সুদে ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু ওয়াজ মণ্ডলের ছেলে মোঃ শফি উদ্দীন। সুদখোরের উৎপাতে বাড়ির গরু,ছাগল বিক্রি করে নিঃস্ব হয়েছেন জামেলা খাতুন নামের এক দিন মুজুরী গৃহিণী । এখানেই শেষ নয় সুদখোর মোঃ শফি উদ্দীনের অত্যাচার স্বজ্জ করতে না পেরে হঠাৎ আকর্ষিকভাবে মৃত্যু হয় জামেলা খাতুনের স্বামী একমাত্র উপার্জনকারী ব্যাক্তি মোঃ রশিদ।

জানাগেছে সুদখোর শফিউদ্দীন দ্বীর্ঘ্য দিন ধরে এই সুদের ব্যাবসা করে আসছেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সংবাদ প্রকাশিত হলেও থামেনি সুদখোর শফিউদ্দীনের সুদের ব্যবসা। নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেনা জনপ্রতিনিরাও।

গ্রামের আপামর জনসাধারণ বলছে, তোলা, মণ্ডলতোলা, মাঠআন্দুলিয়া

সহ বিভিন্ন এলাকাতে তিনি এই সুদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনও ধরা বাঁধার নিয়ম নেই। এইতো সেদিন আমাদের গ্রামের রশিদ নামের এক ছেলে মারা গেলো। শুনছি রশিদের বউয়ের নাকি ৫ হাজার টাকা দাদন দিয়ে সেখান থেকে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা নিয়েও শোধ হয়নি। তাকে আবার ৪ থেকে ৫ লাক্ষ টাকার কেচ করেছে মাদারীপুর জেলায়। যেহেতু এই শফি উদ্দীনের শ্বশুর বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। এই সুদখোর প্রায় মানুষেরই কাছ থেকে স্টাম্পে স্বাক্ষর করে নিয়ে সুদের টাকা পরিশোধ হলে সেই স্টাম্প দিয়ে অনেক টাকা লিখে কেচ দেয় বলেও জানান গ্রামবাসী। এই সুদের কারবারির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হরিণাকুণ্ডু প্রশাসনের নিকট আশু হস্তক্ষেপ কামনাও করেছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

কথিত আছে উপজেলার ইসলাম, পিতা মসলেম সর্দ্দার, নিজাম উদ্দীন পিতা জহির সর্দ্দার, রেজাউল ইসলাম পিতা জহির সর্দ্দার, সুমি খাতুন স্বামী নিজাম সর্দ্দার, তাসলিমা খাতুন স্বামী রেজাউল সর্দ্দার উভয় সাং মণ্ডলতোলা গ্রামে। এদেরকেও একইভাবে ১০(দশ) ১২(বার) লক্ষ টাকার কেচ দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় মৃত্যু রশিদের স্ত্রী জামেলা খাতুন “সাংবাদিকদের” জানান, আমার পারিবারিক প্রয়োজনে ২০১৯ সালে ৫ হাজার টাকা শফি উদ্দীনের কাছ থেকে নিই। যাহা মাসে আমাকে ৩০০/- শত টাকা দিতে হয়। এরপর ২ বছরের জন্য সরকারী চাউলের কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে আমার ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি নেন। ঠিক ঐ সময়ে আমার কাছ থেকে রেজিষ্ট্রি স্টাম্পে স্বাক্ষর করতে বলে। আমি জানতে চাইলে সুদখোর শফি বলে কোনও সমস্যা নেই, চাউলের কার্ডের জন্য এটা লাগবে। ছয় মাস পরেই আমি তার দেওয়া ৫ হাজার টাকার, ৯ হাজার টাকার সুদ সহ দিতে গেলে তিনি ৬০ হাজার টাকার চেয়ে দ্বাবী করে বসে।

এঘটনায় আমার স্বামী ও দেবর ভাসুরদের জানালে তারা সুদখোরের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমাকে ৪২ হাজার টাকা দিতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন। আমি গরু ছাগল বিক্রয় করে সেই টাকা পরিশোধ করি। পরবর্তীতে স্টাম্প আনতে তার বাডিতে গেলে সে আমাকে কুপ্রস্তাব। আমি ঐ সুদখোর শফির কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে সে আমাকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে, এবং বলে তোর স্বাক্ষর করা স্টাম্পে ৪ (চার লক্ষ) টাকা বসানো আছে। আমাকে হুমকী দেয় জান মামুদের ছেলে জহির বিশ্বাসের মতো তোকেও মাদারীপুর কোর্টে মামলা করবো। আমি এই সুদখোরের সুষ্ঠ্যু বিচার চাই বলেও জানান সদ্য স্বামী হারা এই গৃহিণী জামেলা খাতুন।

উপজেলার মণ্ডলতোলা গ্রামের শফি উদ্দীনের স্ত্রী লেলিনা খাতুন জানান, সে আগে সুদের ব্যবসা করতো কিন্তু এখন আর এসব করে না। সুদের ব্যাবসা ও কুপ্রস্তাব বিষয়ে সুদখোরে শফি উদ্দীনের কাছে জানতে চাইলে তিনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যাওয়ার ভান করে বলেন এসব মিথ্যা কথা।

এদিকে উপজেলার ৭ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বসির উদ্দীন মণ্ডলতোলা গ্রামের রশিদের মৃত্যুর ঘটনার কথা স্বীকার করে জানান, লোকটা খুব ভালো মানুষ ছিলো। সুদখোর শফি উদ্দীন নাকি জামেলা খাতুনের সাথে সুদের কারবার করেছিলো। এমনই এক ঘটনায় ইতিপূর্বে নানা ধরনের মামলা মোকোদ্দামা হয় সেটা জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধে মামলাটা তুলে নেয়। এখন আবার সেমনই এক ঘটনা জামেলা খাতুনের সাথে শুনা যাচ্ছে। এমনকি এই ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানাতে একটি অভিযোগও হয়েছে।

হরিণাকুণ্ড থানা পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মোঃ আক্তারুজ্জামান লিটন জানান, এব্যাপারে আমাদের কাছে একটি অভিযোগ এসেছে। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। জামেলা খাতুন ও শফি উদ্দীনের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের মতো সম্পর্ক ছিলো। তবে এদের মধ্যে মামলার সুত্র ধরে রেশারেশীর ঘটনা মনে হয়েছে।

তিনি আরও জানান,২১ অক্টোবর ২০২০ ইং তারিখে চরঠ্যাংগা থানার মাদারীপুর কোর্টে ৪০৬,৪২০ ধারায় একটি প্রতারণার মামলা করে ঐ থানার করম আলীর ছেলে ঈদ্রিস তালুকদার। পরবর্তীতে ১৯ জুলাই ২০২২ ইং তারিখে হরিণাকুণ্ডু থানার ইসলাম উদ্দীন, পিতা মফিজ উদ্দীন ৭/১৭ ধারায় একটি মামলা করেন ঈদ্রীস, শফি উদ্দীন ও মাহাবুবের নামে এবং ধারনা করা যাচ্ছে যে,ওদের মধ্যে বিদেশ যাওয়ার একটি পরিকল্পনা হয়। পরে এদের মধ্যে মতোনৈক্যের ঘটনা ঘটে এবং হুমকী ধামকীর সুত্রপাত ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করছি বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করেনি।

রবিবার সাড়ে ১১টার দিকে সহকারি প্রকৌশলী(সাব এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার) শহিদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে কাজ পরিদর্শনে যায়। সেখানে সহকারিকে মারধর করে এবং আমাকেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ঠিকাদার মিঠু। এঘটনায় শহিদুল ইসলামকে বাদী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করি।

ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু জানান, আমি প্রতিটি কাজের জন্য ৩% টাকা দিয়ে আসছি প্রকৌশলী ফয়সাল আহম্মেদকে। আমার বাওট গ্রামে নির্মাণাধীন কাজের জন্য দফায় দফায় তাকে ঘুষ দিতে হযেছে। আবারও তিনি কাজ পরিদর্শনের নামে আমাকে সহকারি প্রকৌশলী শহিদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে বলেন। আমি শহিদুল ইসলামের সাথে কথা বল্লে তিনি ১০ হাজার টাকা ঘুষ দাবী করে বলেন স্যারকে ১০ হাজার টাকা দিন তাহলে বিল ভাইচারে স্বাক্ষর করবেন। তা না হলে আপনাকে বিভিন্ন অযুহাতে বিল পরিশোধ করতে ঝামেলায় পড়তে হবে। তিনি আরও বলেন আমার কাজ ৮ মাস আগে নির্মাণকাজ শেষ করে বসে আছি। অনেক দায় দেনা করে কাজ শেষ করেও অফিস টাকা দিচ্ছেনা। পাওয়া দারদের টাকাও পরিশোধ করতে পারছিনা। এই নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়েছে । লাঞ্চিত করার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনজার্চ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এমন একঠি ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।